

124294 - স্বামী-স্ত্রী দুইজনরে মাঝে তীব্র বিরোধ, আমরা কতাক তালাক দয়ার উপদশে দবি?

প্রশ্ন

আমি একজন বিবাহিত পুরুষ। আমার কয়েকজন সন্তান ও একজন স্ত্রী রয়েছে। কিন্তু, স্ত্রীর সাথে সব সময় আমার ঝগড়া লগে থাকে। আমি অনেকবার তার সাথে আমার সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছি; কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। সত তালাকরে প্রতি সন্তুষ্ট নয়। জৈবিক দিক থেকেও সত আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। আমাদের এখানে প্রথাগতভাবে দ্বিতীয় বিবাহ অনুমতি নয়। কথিবা মানুষ বিবাহিত পুরুষরে কাছে তাদরে ময়েদেরেকে বয়ে দেয়ে না। আমার আশংকা হচ্ছে- এভাবে চলতে থাকলে আমি হারামে লিপ্ত হতে পারি। আপনারা আমাকে অবহতি করুন ও গাইড করুন। আমি আশা করব আপনারা আমাকে উপদশে দবিনে, কতিবত আমি এ সমস্যা থেকে মুক্তি পতে পারি। এর ভাল সমাধান কী হতে পারে? আল্লাহ আপনারদেরকে উত্তম প্রতিদিন দিন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কোন ঘরই সমস্যা মুক্ত নয়। কিছু ঘররে সমস্যা মামুলি। আর কিছু ঘররে সমস্যা জটিল। যনি তার সমস্যা সমাধান করতে চান কথিবা অন্যরে সমস্যা নিরসন করতে চান তাকে সমস্যার কারণগুলো জানতে হবে; যগুলো পরপ্রিক্ষতিত স্বামী-স্ত্রীর মাঝে, কথিবা দুই বন্ধুর মাঝে, কথিবা পতি-পুত্ররে মাঝে কথিবা যত কোন পক্ষরে মাঝে বিরোধ, ঝগড়াঝাঁটি ও মন কষাকষি সৃষ্টি হয়।

আপনার ও আপনার স্ত্রীর মাঝে কী নিয়ে মতবিরোধ তা আমরা জানি না। তাই আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে সাধারণ কিছু পরামর্শ দবি, যগুলো আপনার জন্য ও অন্য কারো জন্য উপকারী হবে।

প্রিয় ভাই, আপনি আপনার ও আপনার স্ত্রীর মাঝে এ সমস্যাগুলোর কারণ খুঁজে বের করুন। হতে পারে আপনি এ সমস্যাগুলোর মূল ও প্রধান কারণ। আপনার এমন কোন স্বভাব যা আপনি পরিবর্তন করতে পারছেন না, কথিবা আপনার

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

স্ত্রীর সাথে আপনার খারাপ আচরণ, কথিবা আপনার স্ত্রী ও তার সন্তানদরে প্রতি আপনার অবহেলা কথিবা অন্য কোন কারণ যার কোন সীমা নেই। তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছে নিজের ভুলগুলো শোধরানো। আপনার উচিত হচ্ছে- সে ভুলগুলো যদি আপনার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে সেগুলোর কারণগুলো দূর করা। আপনার অজানা নয় যে, স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ, স্ত্রীকে গুরুত্ব দানো, স্ত্রীর কাজের প্রশংসা করা, সন্তানদরে যত্ন নো এবং বাড়ীর প্রয়োজনীয় জনিসিপত্র সরবরাহ করা ইত্যাদি প্রত্যেকে স্বামীর প্রতি স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করে, উভয়ের মাঝে সম্প্রীতি আনয়ন করে, ঘরের মাঝে দয়া বিস্তার করে।

আর আপনাদের উভয়ের মধ্যস্থিতি সমস্যা ও বিরোধগুলোর কারণ যদি আপনার স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয় তাহলে আপনার কর্তব্য হচ্ছে- প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে এর সুরাহা করা। স্বামীর জন্য সবচেয়ে সহজ হচ্ছে - মূলতঃ ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে- স্ত্রীকে অনুগত বানানো, স্ত্রীর অপছন্দীয় জনিসিকে পছন্দীয় করে তোলা, পছন্দীয় জনিসিকে অপছন্দীয় করে তোলা। কারণ কোন নারী যখন কোন পুরুষকে স্বামী হিসেবে মনে নতি সন্তুষ্ট হয় তার পছন্দ ও অভিপ্রায় অনুযায়ী বসবাস করতঃ সন্তুষ্ট থাকে। এটা শর্ত নয় যে, স্ত্রী আগে থেকে সেটাকে পছন্দ করতঃ হব কথিবা সেটার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতঃ হব। এটা সকল স্ত্রীর স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। এ কারণে স্ত্রী তার স্বামীর অনুগামী হয়ে থাকে। এ হেতুর কারণেই মুসলিম নারীকে কাফরের কাছ বয়ি দেয়া হারাম। এ হেতুর কারণেই সং স্বামী নির্বাচন করার আদেশ দেয়া হয়েছে। যেন স্বামী সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার হয়; যাতে করে নারী তার দ্বীনদার ও চরিত্র দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না হয়।

দুই:

হতে পারে কোন স্বামীর মনোবৃত্তির সাথে স্ত্রীর মনোবৃত্তি মিলবে না। না স্বামী তার স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করতঃ সক্ষম; আর না স্ত্রী তার স্বামীর বৈধ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত। এমন হলে এটাই তাদের দু-জনের মাঝে বিচ্ছেদের স্টেশন। এমতাবস্থায় তারা দুইজন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকা সময় নষ্ট করা এবং সমস্যা ও পাপ-পঙ্কলিতাকে বাড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রশ্নে যা এসছে সে আলোকে আমরা বলতে চাই: যদি স্বামী দেখেন যে, স্ত্রী স্বামীর জন্য নিজেকে সংশোধন করতঃ প্রস্তুত নয় এবং স্বামী নিজের এ সকল সমস্যার কারণ নয়: তাহলে তার সামনে তালাক ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। আর এটাই সর্বশেষ সমাধান! এই সমাধানে স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকা শর্ত নয়। তালাক কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে তার সন্তুষ্টি ধর্তব্য নয়। আমরা সমস্যাগুলোর সমাধান হিসেবে তালাককে উল্লেখ করছি নিম্নোক্ত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে যে কারণগুলো আপনার প্রশ্নের মধ্যে এসছে:

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

১. স্ত্রীকে সংশোধন করা সম্ভবপর না হওয়া এবং দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের দুই জনের মাঝে বিরোধ চলমান থাকা।
২. পরবিশেষত কারণে অন্য কোন নারীকে আপনাবিয়ে করতে না পারা।
৩. আপনার যতীন চাহিদার ডাকে আপনার স্ত্রী সাড়া না দেয়ার প্রক্ষেপিতে আপনি হারামে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করা।

তাই আপনি তাকে সর্বশেষে সুযোগ দিন এবং তার নিজেকে ও নিজের অবস্থাকে শোধরানোর জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করুন। যদি তার পক্ষ থেকে কোন পরবর্তন না ঘটে তাহলে তালাক দিতে আপনি দ্বিধা করবেন না এবং হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ শরিয়ত অনুযায়ী আপনি এখন মুহসান (বিবাহিত)। আল্লাহ না করুন হারামে লিপ্ত হলে আপনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা। ইসলামে অন্যের অধিকার লঙ্ঘনকারীর ব্যাপারে অনেকে হুমকি এসছে এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অনেকে সতর্কবাণী এসছে; আল্লাহ যা হারাম করছেন। অতএব, এর থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকুন।

আল্লাহই তাওফিকদাতা।